COAST, CJRF cÖKí cÖKkbv
msL¨v- 39; Rvbyqvix 2022 \ ‡cŠl , 1428

জলবায়ু বার্তা

G¨vW‡fv‡Kwm | ¯^vbxq D‡`¨vM | Awf‡hvRb

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প কোস্ট বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় ৭ টি জেলায় জানুয়ারী, ২০১৮ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে উপকূলীয় সুরক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করছে, যেমন- টেকসই উপকূলীয় বাধ ব্যবস্থাপনা, আভ্যন্তরীন জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা, প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও উপকূলীয় বনায়ন সম্প্রসারন প্রভৃতি, নারী ও কিশোরীদের তথ্য উপাত্ত ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে ৮টি উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সমুহ প্রদান ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নিয়েছে।

কিশোরী কেন্দ্রের অনুপ্রেরনায় আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে উপকূলীয় কিশোরীরা

কিশোরী কেন্দ্রের অনুপ্রেরনায় আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের কিশোরীরা, তারা এখন বাড়ির আশেপাশের পরিত্যাক্ত জমিগুলোতে মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন শাক সবজির চাষ করছে এবং হাঁস মুরগী পালন করছে। তারা বিশ্বাষ করে এই ধরনের কর্মকান্ড তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করবে যা পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও মতপ্রকাশের অধিকার বাড়াতে ও ভূমিকা রাখবে।

ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়ন কিশোরী কেন্দ্রের ছাত্রী রাবেয়া বেগম, পারিবারিক অসচ্ছলতার কারনে ৭ম শ্রেনীর পর লেখাপড়া বন্ধ হয় তার, নদীভাঙ্গনের কারনে তাদের পরিবারের বসত ভিটা পরিবর্তন করতে হয়েছে বেশ কয়েকবার, বর্তমানে সে তার বাবা মায়ের সাথে হাজারীঞ্জ ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ড এর সরকারি ফারিয়া কলোনিতে বাস করে।

বাসার সামনের নিজের ছোট্ট সবজি বাগানে কাজ করছিল রাবেয়া বেগম, সে জানালো এখন আমি নিয়মিত কিশোরী কেন্দ্রে যাই, সেখানে আপা আমাদের বাড়ির আশেপাশের খোলা জায়গায় শাকসবজি চাষ করার কথা বলেছে, আমাদের নিজেদের জায়গা জমি না থাকলেও বাসার সামনে বেশ কিছু পরিত্যাক্ত জমি রয়েছে যা পড়েই ছিলো। সেখানেই আমি লাল শাক , মুলা শাক, লাউ মিষ্টি কুমড়া সহ অন্যান্য সবজি লাগিয়েছি, ফলন মোটামুটি ভালোই হয়েছে, আমার লাগানো সবজ্বি এখন বাসার সবাই খেতে পারছে আশা করছি বাজারে বিক্রিও করতে পারবো।

রাবেয়া বেগম আরো বলেন আমার বাবা পেশায় একজন দরিদ্র জেলে, সাগরে যায় মাছ ধরতে, পরিবারের আয় রোজগার খুবই কম, অন্তত যদি নিজের খরচটা নিজে চালাইতে পারি তাইলে পরিবারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না এবং কেউ আমারে অসম্মান করে কিছু বলতেও পারবে না। সবজ্বি বিক্রি করে হাঁস মুরগী পালন করার পরিকল্পনা রয়েছে আমার।

হাজারীগঞ্জ কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক আয়েশা বেগম বলেন আমরা অন্যান্য পাঠদান কার্যক্রমের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে কিশোরীদের ক্ষুদ্র আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হতে অনুপ্রানিত করছি, আমাদো কেন্দ্রের প্রায় ৪৫% কিশোরী এখন এই ধরনের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে, তারা শাক সবজি চাষ করছে এবং কেউ কেউ হাঁস-মুরগী পালন করছে, আশা করছি শতভাগ কিশোরী এই ধরনের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হবে।

কিশোরী কেন্দ্রের অনুপ্রেরনায় নিজের বাড়ির সামনে পরিত্যাক্ত জায়গায় মৌসুমী সবজ্বির চাষ করেছেন রাবেয়া, সবজ্বি বিক্রির টাকায় হাঁস মুরগী পালনের পরিকল্পনা রয়েছে তার।২৫ ডিসেম্বর ২০২১, হাজারীগঞ্জ ইউনিয়ন, চরফাশন, ভোলা।ছবি-আতিকুর রহমান টিও সিজেআরএফ প্রকল্প।

তিনি বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের কিশোরীদের সমাজের উন্নয়নের মুলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা অতীব জরুরী, তিনি কিশোরীদেরকে আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেন, তিনি বলেন,বাড়ির আশেপাশের খালি জায়গায় শাকসবজি উৎপাদন করতে হবে, হাঁস-মুরগী পালন করতে হবে, নিজেদের জন্য ছোট ছোট আয়ের পথ তৈরি করতে হবে, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

তিনি আরো বলেন বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক ব্যাধি, এই ব্যাধির কারনে অনেক সুন্দর জীবন অকালেই নষ্ট হচ্ছে, কিশোরীকেন্দ্র পিছিয়ে পড়া কিশোরীদের জীবন দক্ষতার উপর শিক্ষা প্রদান করছে বিশেষ করে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডের উপর তাদের উৎসাহিত করছে এটা অত্যান্ত চমৎকার উদ্যোগ।

জীবন দক্ষতা শিক্ষা কিশোরীদের সামাজিক ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে

" পিছিয়ে পড়া কিশোরীদের সমাজের উন্নয়নের মুলধারায় অন্তর্ভুক্ত করতে কিশোরী কেন্দ্র নিরলসভাবে কাজ করছে, কিশোরীরা এখন জীবন দক্ষতা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে " গত ২৩ ডিসেম্বর ভোলা'র মনপুরা উপজেলার হাজীর হাট ইউনিয়নের কিশোরী কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে অভিভাবক সমাবেশে মনপুরা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শামিম মিঞা এই মতামত ব্যাক্ত করেন। উপস্থিত কিশোর-কিশোরী, অভিবাবক, RbcÖwZwbwa I wefbœ †ckvi gvby‡li AskMÖnY Abyôvb mfvq cÖwZwbwa AwZw_i e³‡e¨ Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi e‡jb Rjevqyc×wZ‡Z bvix Kvi‡b ÿwZMÖ¯Í DcKzjxq AÂ‡ji wK‡kvix‡`i mgv‡Ri Dbœq‡bi g~javivq Aš—f©y³ Kiv AZxe Riæix|

কিশোরী কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে অভিভাবক ও স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শামিম মিঞা, ২০ ডিসেম্বর ২০২১, হাজীর হাট, মনপুরা, ভোলা। ছবি-আতিকুর রহমান,টিও,সিজেআরএফ প্রকল্প।

তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনাদের মেয়েদের নিয়মিত কিশোরী কেন্দ্রে পাঠাবেন, কিশোরী কেন্দ্র সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য সমাজের সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন পাশাপাশি কিশোরী কেন্দ্রের জন্য উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বই সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন।

উপকূলীয় কৃষকদের দুর্দশা তুলে ধরছে কমিউনিটি রেডিও'র বিশেষ অনুষ্ঠান ''জলবায়ু ঝুঁকিতে উপকূলীয় কৃষি ''

উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দুর্দশার চিত্র তুলে ধরতে সম্প্রচারিত হচ্ছে উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিও মেঘনা'র ধারাবাহিক বিশেষ অনুষ্ঠান ''জলবায়ু ঝুঁকিতে উপকূলীয় কৃষি '' স্থানীয় সরকার প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের অনুপ্রাণিত করে প্রান্তিক কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ণে ভূমিকা রাখতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মূলভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জেলা ভোলার চরফ্যাশনে কমিউনিটি রেডিও মেঘনার এই ধারাবাহিক উদ্যোগ।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকার কৃষি ব্যবস্থা এবং ক্রমশঃ এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারন করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, কোথাও অতি বৃষ্টির কারনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। নদীতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, নদী ভাঙ্গনে জমি বিলীন হওয়ায় আবাদী জমি কমে যাওয়া সহ নানামুখী প্রতিকূল পরিবেশের কারনে এই অঞ্চলের ফসল উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে কৃষকের আয় কমছে, দারিদ্রতা বাড়ছে সেই সাথে পরিবারগুলো অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। অন্য কোন উপায় না থাকায় স্থানীয়রা জীবিকার সন্ধানে শহর বা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে, উপকূলীয় কৃষকরা এখন বিপদাপন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছে।

তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যান্ত নাজুক, স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋন নিয়ে চাষাবদ করছে কিন্তু বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে প্রতি বছরই হারাতে হচ্ছে জমির ফসল। ফলে দিন দিন বাড়ছে ঋনের বোঝা। দরিদ্র পীড়িত এইসকল অঞ্চলে তাই বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন এর মতো সামাজিক সমস্যার হার অত্যান্ত প্রকট। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকার ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হলেও, উপকূলীয় দুর্গম চরাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে এখনও তা প্রান্তিক কৃষকদের কাছে ভালোভাবে পৌঁছায়নি।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিও মেঘনা'র ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসছে উপকূলীয় কৃষকদের এই সব দুর্দশার চিত্র।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকরা মাঠ থেকে সরাসরি তাদের দুর্দশার চিত্র বর্ননা করছেন কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে, ১৭ ডিসেম্বর ২০২১, মাদ্রাজ, চরফ্যাশন, ভোলা, ছবি-লাবনী, রেডিও মেঘনা,ভোলা।

chÖß wbivcËv miÄvg ‡bB Ggb SyuKc~Y© gvQ aivi Uªjvi wPwýZ I ZvwjKvfy³ Kivi D‡`¨vM

উপকূলীয় অঞ্চলের বেশিরভাগ সমুদ্রগামী মাছ ধরার ট্রলারগুলোতে থাকেনা পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী, মহাজনদের চাপে দুর্যোগের সময় সাগড়ে মাছ ধরতে যেতে হয়,অবস্থান করতে হয় গভীর সমুদ্রে, অথচ বেশিরভাগ ট্রলারেই থাকে না লাইফ জ্যাকেট ও নিরাপত্তা বয়া। নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে দরিদ্র এই জেলেরা। প্রতি বছর দুর্যোগের কবলে পড়ে মাছ ধরার নৌকা ডুবি ও জেলেদের হতাহতের খবর পাওয়া যায়। গেল ডিসেম্বর মাসেও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় গালিবের প্রভাবে ভোলার চরফ্যাশনে ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

সরজমিনে পরিদর্শন করে ক্ষুদ্র জেলে দলের সদস্যরা প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী নেই এমন মাছ ধরার ট্রলারের তালিকা প্রস্তুত করছেন, ২৭ ডিসেম্বর ২০২১, তেমাত্তা মাছ ঘাট, ইলিশা ইউনিয়ন, ভোলা সদর, ভোলা। ছবি-আতিকুর রহমান টিও সিজেআরএফ প্রকল্প।

চরফ্যাশনের সর্বদক্ষিনে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত ঢালচরের আনন্দ বাজার মাছ ঘাটের জেলেদের সাথে আলাপকালে জানা যায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া ট্রলারগুলোতে লোকসংখ্যা থাকে প্রায় ৩০-৩৫ জন অথচ লাইফজ্যাকেট থাকে ৫-৭ টি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা মাছ ধরতে যায় এবং প্রায় সময় দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়।অথচ এই ব্যাপারে কারো কোন উদ্যোগ নেই বলে তাদের অভিযোগ।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প তার কর্ম এলাকায় অঞ্চলভিত্তিক প্রান্তিক জেলেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল তৈরি করেছে, তাদের সাথে নিয়মিত সভা করছে এবং সক্ষমতা বাড়াতে নানামূখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে, ক্ষুদ্র দলের নেতৃবৃন্দরা বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করে পর্যাপ্ত সমুদ্র সুরক্ষা সরঞ্জাম নেই এমন ঝুকিপূর্ণ মাছ ধরার নৌকা/ ট্রলারগুলোর তালিকা প্রস্তুত করছে যা পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে জমা দেয়া হবে।

ভোলা সদর উপজেলার ইলিশা ইউনিয়নের তেমাত্তা মাছ ঘাটের ক্ষুদ্র জেলে দলের প্রতিনিধি মোঃ মোস্তফা বলেন আমরা বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করছি এবং সরজমিনে পরিদর্শন করে সেই সকল ট্রলারগুলোর তালিকা তৈরি করছি যেগুলোতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা সারঞ্জাম নেই। কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমরা এই তালিকা প্রস্তুত করে স্থানীয় প্রশাসন এর কাছে হস্তান্তর করবো, আমরা চাই প্রতিটি ট্রলারে পর্যাপ্ত সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করতে প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশল সম্প্রসারণ কার্যক্রম

RjevqyÿwZMÖ¯ÍevsjvØ`‡ki DcKƒjxq AÂ‡ji cwievi¸‡jvi A_©‣bwZK ÿwZ nª¦vm †Kv÷ wm‡RAviGd cÖKí †h mKj RjevqyAwf‡hvwRZ AvqewׄgƒjK †KŠkj m¤úªmviY Ki‡Q e¯Íe c×wZ Zvig‡a¨ Ab¨Zg| wbPzRwg‡Z eQie¨vwc mewR Pv‡li Rb¨ e¯Íe cÖZ Ki‡Qb iwcqv †eMg, ˆKqvivwej BDwbqb,KZzew`qv,K· evRvi,Qwe: kvnv`vr †nv‡mb,wUI wm‡RAviGd|

GB cÖKkbwU ˆZwi‡Z cÖqvRbxq Z_¨ w`‡q ÔÔwm‡RAviGdÕÕ cÖK‡íi mKj mnKg© mn‡hwMZv K‡i‡Qb|

we¯ÍvwiZ Z_¨ I †hvMv‡hv‡Mi Rb¨:
Gg. G. nvmvb, †cÖvMÖg †nW-‡Kv÷, wm‡RAviGd cÖKí|
†gvevBj : 01708120333, **hasan@coastbd.net**
cÖKí Kvh©q- k¨vgjx, XvKv †_‡K cÖKvwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net